০৬-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাড়িতে বসে ভগবান পিতাকে পেয়েছ তাই তোমাদের অপার খুশীতে থাকতে হবে, বিকারের বশে বশীভূত হয়ে খুশীকে মনের ভিতরে চেপে রাখবেনা না"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে লাকি ও আনলাকি কাদের বলা হবে ?

উত্তর :- যারা অনেককে নিজ সম বানায়, সবাইকে সুখ দেয় তারা লাকি বাচ্চা আর যারা শুধু খায় ও ঘুমায় তারা হল আনলাকি। একে অপরকে দুঃখ দেয়। পুরুষার্থে ঘাটতি হলে আনলাকি হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ- যে বাচ্চাদের তৃতীয় নেত্রের অপারেশন সফল হয়, তাদের প্রমাণ কি ?

উত্তর :- তারা মায়ার ঝড়ে প্রভাবিত হবেনা , হোঁচট খাবেনা। তাদের দৈবী চলন হবে। ধারণাও উত্তম হবে ।

গানঃ- ত্যাগ কর আকাশ সিংহাসন .....।

ওমশান্তি। শিব ভগবানুবাচ বা এমনও বলা যায় যে গীতার ভগবান শিব ভগবানুবাচ। গীতার নাম নেওয়া হয় কারণ গীতাকেই খন্ডন করা হয়েছে। এই কথাটির উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে যে গীতা শ্রীকৃষ্ণ সাকার দেবতা দ্বারা গায়ন করা হয়নি অর্থাৎ কৃষ্ণ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেননি বা কৃষ্ণের দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়নি। কৃষ্ণকে নিরাকার ভগবান তো বলা হবেনা। কৃষ্ণের চিত্রই হল আলাদা। নিরাকারের রূপ আলাদা , উনি হলেন পরম আত্মা। ওঁনার কোনো দেহ নেই। গায়ন ক'রে ভগবান রূপ পরিবর্তন করে আসুন। তিনি কোনও পশুর রূপ তো ধারণ করবেন না। মানুষরা তো পশু-রুপও দিয়েছে। কচ্ছপ -মৎস্য অবতার , বরাহ অবতার ... কিন্তু ভগবান নিজে বলেন আমি এইসব রূপ ধারণ করিনা। আমায় তো নতুন সৃষ্টি রচনা করতে হয়। কৃষ্ণকে রচনা করার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ কুলের রচনা করেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয়। কৃষ্ণের মুখ দ্বারা দেবতা রচনা হয় -- এমনতো কোথাও লেখা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যার বুদ্ধিতে থাকবে যে নিরাকার পরমাত্মা সাকার দুনিয়ায় এসে আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন। জ্ঞান প্রাপ্তকারী রা হল আত্মা এবং প্রদান কারীও হলেন আত্মা। এখন অর্ধকল্প ধরে বিভিন্ন রূপ ধরে মাতা পিতা , গুরু গোঁসাই ইত্যাদি রূপ ধারণ করে সব দেহধারীরা একে অপরকে কিছু কিছু মতামত প্রদান করেছে। এখন এইসময় ত্বমেব মাতা চ পিতা ... বলে বোঝানো হচ্ছে। এই মহিমা গায়ন হল একজনের। বাবা বলেন তোমাদের যে লৌকিক মাতা পিতা, বন্ধু, গুরু, গোঁসাই আছে, সবার মতামত ত্যাগ করো। আমি-ই এসে তোমাদের পিতা, টিচার, গুরু, বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধে যুক্ত হই। আমার মতে সবার মতামত নিহিত আছে তাই একমাত্র আমার মতানুসারে চলাটাই ভাল। পরম পিতা পরমাত্মা এখনই এসে মতামত দেবেন তাইনা। ইনি হলেন পরম আত্মা তোমরা হলে আত্মা তোমাদের মতামত দেন এবং তারা সব মনুষ্য মত দিয়ে থাকেন। বাস্তবে তারাও আত্মা অর্গান দ্বারা মতামত প্রদান করে কিন্তু মানুষ নামরূপে ফেঁসে থাকার জন্যে এই রহস্য টি জানেনা। যেমন বলে দেয় বুদ্ধ পার

নির্বাণ গেছেন। এবারে বুদ্ধ নাম হল শরীরের । সেই শরীরটি কোথাও যায়না বা বলে যে অমুক বৈকুন্ঠে গেছে , তারা নাম নেবে শরীরের। এমন বলবেনা যে শরীর ত্যাগ করে তাঁর আত্মা গেছে। এমন করে কেউ যায়ই না। তোমরা বুঝতে পারো আত্মকেই স্বর্গে যেতে হয়। আত্মা স্বর্গ থেকে এখানে আসেনা, আসে সবাই পরম ধাম থেকে। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি তে আছে। তোমরা জানো এই সৃষ্টিতে সর্ব প্রথমে দেবী দেবতাদের আত্মারা ছিল , যারা সত্যযুগে পার্ট প্লে করেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে আত্মা পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। যদিও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও , দেহ অভিমানে এসে যাও ,যথার্থ ভাবে কারো দ্বারা-ই পরিশ্রম হয়না। মায়া এমন যে পুরুষার্থ করতে দেয়না। নিজে অলস হলে মায়া আরও অলস বানিয়ে দেয়। বিশ্বের মালিক নিজে বসে পড়াচ্ছেন , যাতে মাতা পিতা, বন্ধু- সখা, গুরু ইত্যাদি সব সম্বন্ধের শক্তি এসে যায়। এই মহিমা হল একমাত্র নিরাকার পরমাত্মার, কিন্তু মানুষ বোঝেনা। লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদি সবার সামনে গিয়ে মহিমা গায়ন করে।

তোমরা জানো আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে আসি। এবারে এই হল অন্তিম জন্ম। এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। এই জ্ঞান হল খুবই আনন্দদায়ক। এমন বেহদের পিতা স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন অন্যদের সঙ্গে নয়। বিবেক বলে -- যারা পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান হয় তাদের খুশীর কোনও সীমা থাকা উচিত নয়। কিন্তু লোভ মোহ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হলে খুশী চাপা পড়ে যায়। এই বিকার গুলি সম্পূর্ণ দুনিয়ার খুশীকে চাপা দিয়েছে। তোমরা তো বাড়িতে বসে পিতাকে পেয়েছ। ভারতে এসেছেন। ভারতবাসীদের ভারত হল নিবাস স্থান তাইনা। কিন্তু সবাই আসবে তো একই ঘরে তাইনা। এমন তো নয় ঘরে ঘরে আসবেন। তাহলেতো সর্বব্যাপী হয়ে যাবেন। তিনি আসবেন এবং নিশ্চয়ই এসে পতিতদের পবিত্র করবেন। দুনিয়া ভাবে কৃষ্ণ আসবেন। কিন্তু তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা এসেছেন, যিনি হলেন পতিত-পাবন , জ্ঞানের সাগর , আসলে ওঁনার নাম হল রুদ্র । এই হল সবচেয়ে বড় ভুল। যখন এই কথাটি বুঝবে যে তিনি হলেন বেহদের পিতা সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচয়িতা তখন খুশীর পারদ উর্ধে থাকবে। এমন পিতার কাছে নিশ্চয়ই বর্সা প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণের কাছে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। এইসব কথায় কারো বুদ্ধি যায়না। দুনিয়া তো হল সম্পূর্ণ শুদ্র সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণও আছে শুধুমাত্র বলার জন্যে। তোমরা ব্রাহ্মণরা যখন বিচার সাগর মন্থন কর তখন অন্যদেরও পরিচয় দিতে পারো। কৃষ্ণকে তো সবাই চেনে। শুধু কেউ বলে রাধে কৃষ্ণ স্বর্গে থাকে , কেউ বলে দ্বাপরে , এইভাবেই বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় , তোমাদের বুদ্ধিতেই জ্ঞান ধারণ হবে। অসুরী সম্প্রদায় কি জ্ঞান লাভ করবে ? যদিও গায়ন করে পতিত পাবন ... কিন্তু নিজেকে পতিত ভাবেনা। স্বর্গকে তো একেবারেই জানেনা। শুধু নাম মাত্র বলে দেয় , এও বোঝেনা যে দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। তোমরা যখন বোঝাও তখন তাদের চোখ খোলে। মায়া চোখ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাচীন ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল সেসব জানেনা। আমরাও জানতাম না। এই কথাতো বোঝা যায় যে অন্য ধর্ম পরে এসেছে। দেবতাদের সময়ে এই ধর্ম ছিলনা। অর্থাৎ সেখানে অবশ্যই সুখ-ই থাকবে। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন সুখের জন্য। এমন নয় সুখ দুঃখ দুই দেন। লৌকিক পিতাও সন্তান চায় ধন সম্পত্তি প্রদান করার জন্যে , দুঃখ দেওয়ার জন্যে নয়। এখন এইসব আমরা বোঝাই যে দ্বাপর থেকে লৌকিক পিতা দুঃখ দিয়ে এসেছেন। সত্যযুগ ত্রেতায় দুঃখ দেয়না। এখানে মাতা পিতা খুব ভালোবাসে কিন্তু তাদের কাম কাটারীর তলায় রেখে দেয়। তখন দুঃখ আরম্ভ হয়। সত্যযুগে এমন হয়না। সেখানে দুঃখের কথা

নেই। এইসব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন।তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে। তোমাদের এই জ্ঞান যোগের দ্বারা অপারেশন হচ্ছে। কিন্তু কারো সফল হয় , কারো হয়না। যেমন চোখের অপারেশন হয় তো কারো সফল হয় , কারো একটু খারাপ হয় , কারো চোখ একেবারে খারাপ হয়ে যায়। তোমরাও এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। ফলে বুদ্ধি রূপী নেত্র খুলে যায় তখনই ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা শুরু করে। কারো পুরো খোলেনা , ধারণা হয়না , দৈবী চলনও থাকেনা। মায়ার ঝড়ের আঘাতে বারবার নীচে পড়ে যায়। এক দিকে ২১ জন্মের সুখ দাতা ওস্তাদ , অন্য দিকে দুঃখ দাতা রাবণ। তাকেও ওস্তাদ বলা হবে। বাবা বলেন আমি তো কাউকে দুঃখ প্রদান করিনা। আমি তো সুখ দাতা নামে বিখ্যাত। সত্যযুগ ত্রেতায় সবাই সুখী হয় , সুখ দাতা কেউ অন্যজন। এই কথা তো কেউ জানেনা যে রাবণ রাজত্ব কবে আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প রামরাজ্য, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য। এই হল রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্যের কাহিনী। কিন্তু এই কথাটিও কারো বুদ্ধিতে মুশকিলে টেকে। কেউ কেউ খুবই জর্জরিত অবস্থায় আছে যার বুদ্ধিতে কিছুই ঢোকেনা। মানুষ যত পড়াশোনা করে তত ম্যানার্স যুক্ত হতে থাকে। প্রভুত্ব থাকে। আমাদের আবার গুপ্ত প্রভুত্ব রয়েছে। আন্তরিক নারায়ণী নেশা থাকলে বর্ণনা করবে , অন্যদের বোঝাবে। এই পড়াশোনা তো রাজার রাজা করে দেবে। কংগ্রেসী জন রাজার নাম শুনে রেগে যায় কারণ পরবর্তী কালের রাজারা আমোদ প্রমোদ বিলাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই কথাটি ভুলে যায় যে আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজা রানী ছিলেন। এখন তোমরা আবার বাবার কাছে শক্তি নিয়ে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত কর। এই সত্যানারায়ণের কাহিনী তো বিখ্যাত। কিন্তু বিদ্বান আচার্য কিছুই জানেনা। গীতার কত আড়ম্বর তৈরি করেছে। লক্ষ জন শোনে কিন্তু বুঝতে কেউ পারেনা । এবারে এই বিচার গুলি কে জাগ্রত করবে। এই হল বাচ্চারা তোমাদের কাজ। কিন্তু খুব কম বাচ্চারাই আছে যারা অন্যদের জাগিয়ে তোলে , যে যত নিজ সম পরিণত করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে। বাবা বলেন অতীতকে অতীত দেখো। ড্রামায় এমন ছিল। আগামীকালের জন্যে পুরুষার্থ কর। নিজের চার্ট দেখ -- এত সময়ে কতখানি ধারণা হয়েছে ? কেউ ২৫-৩০ বছর ধরে আছে। কেউ একমাসেরকেউ ৭ দিনের বাচ্চাও আছে। কিন্তু ১৫-২০ বছর বয়সী বাচ্চাদের চেয়ে বেশি ধারণা করছে। আশ্চর্য কিনা। বলবে মায়া প্রবল অথবা বলবে ড্রামায় রয়েছে। কিন্তু ড্রামায় আছে বললে পুরুষার্থ কম হয়ে যায়। ভাবে আমাদের ভাগ্যে নেই।

তোমরা সবাই হলে লাকি স্টার। তোমাদের তুলনা নক্ষত্রের সঙ্গে করা হয়। তোমরা হলে সৃষ্টির নক্ষত্র। তারা শুধু আলো দেয়। তোমরা তো মানুষদের জাগাও , দুঃখীদের সুখী করার সেবা কর। মানুষ এই তারা মন্ডল কে নক্ষত্র দেবতা বলে , প্রকৃত দেবতা তো তোমরা হও। ঐ তারা মন্ডলকে দেবতা বলে কেননা তারা আকাশের উপরে অবস্থিত । কিন্তু দেবতারা কেউ উপরে থাকেননা। থাকেন তো এই সৃষ্টিতে কিন্তু অবশ্যই মানুষের চেয়ে উঁচুতে থাকেন। সবাইকে সুখ প্রদান করেন, যারা একে অপরকে দুঃখ দেয় তাদের লাকি স্টার বলা হবেনা। লাকি ও আনলাকি এই সময়েই হয়। যারা নিজ সম পরিণত করে তারা লাকি। যারা শুধু খায় আর ঘুমায় তারা হয় আনলাকি। স্কুলেও তো এমনই হয়। এইটিও হল পড়াশোনা। বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করতে হবে । রাধে কৃষ্ণকে ১৬ কলা লাকি বলা হবে। রাম-সীতা দুই কলা কম হয়ে যায়। ফেল হয়। সবচেয়ে নম্বর ওয়ান লাকি হয় লক্ষ্মী নারায়ণ। তাঁরা এই পড়াশোনার দ্বারা এমন রূপ প্রাপ্ত করেন। পুরুষার্থে ঘাটতি হলে আনলাকি হয়ে যায়। তোমাদের তো স্বয়ং বাবা পড়ান। তোমরা স্টুডেন্টরাই হলে গোপ-গোপীকা। বাস্তবে এই শব্দটি সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়। সেখানে প্রিন্স প্রিন্সেস রা খেলা করে তাই প্রিয় নাম

গোপ গোপীকা রাখা হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে দেখানো হয়। বয়স বাড়লে গোপ গোপীকা বলা হয়না। হবে তো সবাই প্রিন্স। কোনো দাস দাসী বা বাইরের গ্রাম বাসীদের সঙ্গে তো খেলা করবেনা। মহলে বাইরের জন আসতে পারবেনা। কৃষ্ণ বাইরে যমুনা তীরে যান না। নিজের মহলে ভিতরেই খেলা করেন। ভাগবতে অনেক উল্টো কথা লেখা আছে। মাটির হাঁড়ি ভাঙার গল্প ইত্যাদি .... হয় না কিছুই। সেখানে তো খুব নিয়ম কায়দা থাকে। তাই বাবা বোঝান , বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চল। এই সময়ে তোমরা সুখ প্রাপ্ত কর। ওঁনার কতই না মহিমা গায়ন আছে। সবার দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। বলেন মামেকম স্মরণ কর। বাবা এসে না পড়ালে আমরা কি পড়তে পারতাম ? না। ইনি হলেন অতি প্রিয় বাবা। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মত দেন -- মন্মনাভব। আমারে স্মরণ কর। স্বর্গকে স্মরণ কর , চক্রকে স্মরণ কর । এর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান নিহিত আছে। তারা তো কেবল বিষ্ণুকে স্ব দর্শন চক্র হাতে দেখায় , কিন্তু তার অর্থ জানেনা। আমরা এখন জানি যে শঙ্খ হল জ্ঞানের প্রতিরূপ , যা নিরাকার বাবা প্রদান করেন। বিষ্ণু থোড়াই দেবেন। এবং প্রদান করেন মানুষদের। যারা পুনরায় দেবতা অথবা বিষ্ণু স্বরূপে পরিণত হন। কত মিষ্টি এই জ্ঞান। তাই কত খুশীর অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ স্মরণ । কিন্তু বাচ্চারা স্ব দর্শন চক্র চালায় খুব কম। কেউ তো একেবারেই চালায়না। বাবা তো রোজ বলেন স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চারা ... এইরূপ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদেরকে রুহানী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এক পিতার মতামতে পিতা, শিক্ষক, গুরু, বন্ধু সকলের মতামত নিহিত আছে, তাই ওঁনার মতানুসারে চলতে হবে। মনুষ্য মতে নয়।

২) অতীতকে অতীত করে পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে হবে। ড্রামা বলে থামলে চলবে না । নিজ সম পরিণত করার সেবা করতে হবে।

বরদান :- অ্যাটেনশন এবং অভ্যাসের নিজস্ব সংস্কার দ্বারা স্ব এবং সর্বের সেবায় সফলতা মূর্ত হও।

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কার হল "অ্যাটেনশন এবং অভ্যাস"" তাই কখনও অ্যাটেনশনের টেনশন করবে না । সদা স্ব - সেবা এবং অন্যের সেবা একসাথে করো। যে স্ব-সেবা ত্যাগ করে অন্যের সেবায় ব্যস্ত থাকে তারা সফল হয় না, তাই দুইয়ের ব্যালান্স রেখে এগিয়ে যাও। দুর্বল হয়ো না । অনেক বার নিমিত্ত রূপে বিজয়ী আত্মা তোমরা, যে বিজয়ী আত্মা তার কাছে কোনো পরিশ্রমও নেই, মুশকিলও নেই।

স্লোগান - জ্ঞানযুক্ত দয়ালু হও তাহলে দুর্বলতার প্রতি মন থেকে বৈরাগ ভাব আসবে।